FOUNDING ANNIVERSARY SPECIAL ISSUE

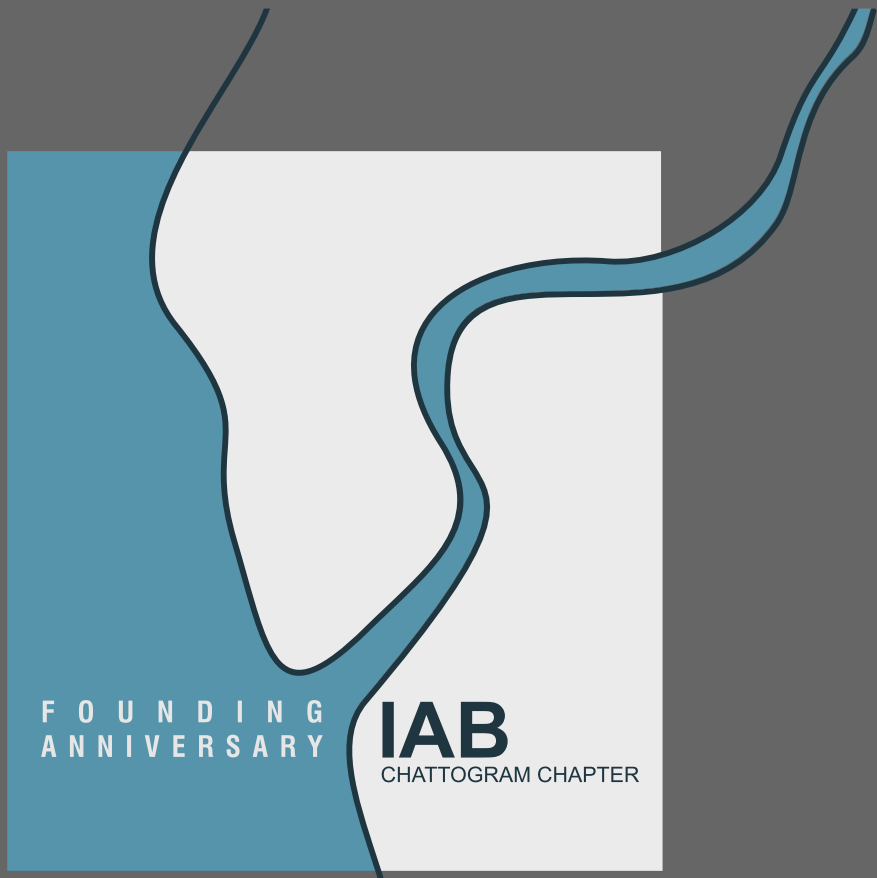

FOUNDING ANNIVERSARY SPECIAL ISSUE

NOVEMBER, 2021

HANDS

FACE

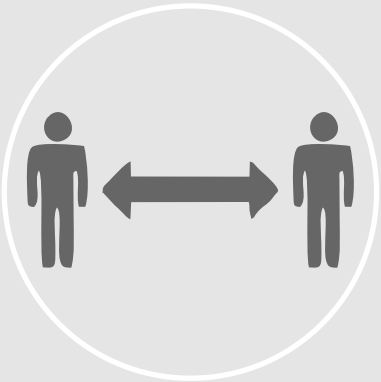

SPACE

IAB-CTG 10TH CC / FOUNDING ANNIVERSARY SPECIAL ISSUE / 2021

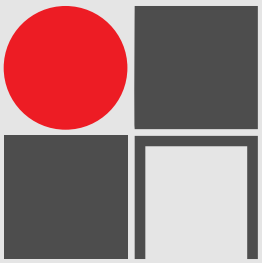

INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট

INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CHATTOGRAM CHAPTER
FOUNDING ANNIVERSARY SPECIAL ISSUE - NOVEMBER 2021

Editor
Ar. Mainul Hassan Tuheen

Editor Panel
Ar. Faruk Ahmed
Ar. Fazle Imran Chowdhury
Ar. Kuheli Chowdhury
Ar. Obidul Haque

Graphics & Illustration
Md. Thowhidul Islam
Md. Syedul Abrar
Uddipta Das

Cover Logo Design
Arif Raihan

Proof Reading
Ar. Fazle Imran Chowdhury
Ar. Kuheli Chowdhury
Ar. Obidul Haque

Office Support
Mr. Bidhan Talukder
Mr. Tripura Debu

Printing
Fine Dot

Publisher
Institute of Architects Bangladesh (IAB)
10th Committee of Chattogram Chapter
Address:
Flat: A5 (4th floor)
12/B, SS Khaled Road, Chattogram.
Telephone: +8802333354411

© All rights reserved by the Institute of Architects Bangladesh, Chattogram Chapter. Reproduction any content without prior written consent from IAB is prohibited.

INDEX

1
STHAPATYACHARJO
mazharul islam
AR. JALAL AHMED
_PAGE **10**

2
ELEVEN SHIVA TEMPLE
A RUINED PREMISES OF
LIGHT & RHYTHM
SAJID BIN DOZA
_PAGE **16**

3
শহরে মানসম্পন্ন আবাসনের
সংকট
সজল চৌধুরী
_PAGE **22**

4
ALTERNATIVE BUILDING MATERIALS &
TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE CLIMATE
CHANGE ADAPTION IN BANGLADESH
Md. Nafizur Rahman
Monjur Parvez
_PAGE **26**

5
মীন ও মনুর দিনরাত্রি
Story Based Photography on Fishery Ghat CTG.
By **SHAIBAL RAKSHIT**
_PAGE **30**

6
PREVIOUS
FOUNDING
ANNIVERSARY
PHOTO ALBUM
_PAGE **40**

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি যে, বাংলাদেশ স্থপতি **ইন্‌স্টিটিউট**, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রকাশনাও প্রকাশিত করতে যাচ্ছে। আমি তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

অতিমারীর সময়ে সারাবিশ্ব যখন একটা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল বাংলাদেশেও তার ছোঁয়া লেগেছিল। অন্যান্য সব পেশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় **স্থবির** হয়ে পড়েছিল। তখন স্থাপত্য পেশাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশ এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাস্থই ও বাস্থই-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এই চরম মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। বদ্ধ পরিসর থেকে বের হয়ে উন্মুক্ত পরিবেশে যাওয়ার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। সব জায়গাতেই মোটামুটি সতর্কতা বজায় রেখেই চালু হচ্ছে সব ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কার্যক্রম। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্থপতি **ইন্‌স্টিটিউট**, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর ১০ম চ্যাপ্টার কমিটিকে এই উদ্যোগ নেয়ার জন্য আবারো অভিনন্দন জানাই।

চরম বিপর্যয়ের পর সবাই যখন প্রায় বিচ্ছিন্ন তখন চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার চট্টগ্রামে চর্চারত সকল স্থপতিকে এক ছাদের নীচে একত্রিত করে যে সমস্ত গুণী স্থপতি ও ব্যক্তিদের সেমিনার পরিবেশন ও লুই কানের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তাতে সকল স্থপতির মননের বিকাশ ঘটবে বলে বিশ্বাস করি।

ভবিষ্যতে তাদের কার্যক্রম আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এমনটাই আশা করি। ইতিমধ্যে যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।
সর্বশেষে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর ১০ম চ্যাপ্টার কমিটির আয়োজিত তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী'র সমস্ত আয়োজন সার্থক ও সুন্দর হোক - এই কামনাই করি।
সবাইকে ধন্যবাদ।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন
সভাপতি
২৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদ
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট

FOUN
ANNIVE

D I N G
R S A R Y

IAB
CHATTOGRAM CHAPTER

I am very delighted that we are going to celebrate the 18th Founding Anniversary of IAB, Chattogram Chapter. IAB, Chattogram Chapter started to function on the 19th & 20th November, 2021. Covid 19 pandemic is not over yet, but we are thankful to the Almighty that we are able to celebrate our Founding Anniversary, start our professional activities and come out of the mental pressure caused by the pandemic.

Despite the pandemic, IAB, Chattogram Chapter continued to work towards the betterment of the architect community and has always raised its voice in multiple planning and environmental issues.

The founding anniversary is a unique event for fun and fellowship with seminars, exhibitions, cultural events and gala dinner.

I thank all Chapter committee members for putting in sincere effort in order to make this event a successful one.

I express my sincere thanks and gratitude to our respected sponsors for always supporting our events.

I also thank all the sub-committee members, volunteers and office bearers for their wholehearted support and cooperation.

I wish you all good health and all the best.

Ar. Ashiq Imran
Chairman
10th Chapter Committee
IAB, Chattogram Chapter

বন্দী জীবন মানুষের স্বাভাবিক জীবনের পথচলাকে ব্যাহত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে নানান বিপর্যয় নানান সময়ের মানুষকে বিপর্যস্থ করেছে। কিন্তু থেমে থাকেনি মানুষের পথচলা। বর্তমানে বাংলাদেশও অন্যান্য দেশের মতো চরম বিপর্যয় অতিক্রম করে তাদের স্থবির হয়ে পড়া জনজীবন পুনরায় চালু করেছে। বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারও চরম বিপর্যয়ের সময়ে দেশ ও দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

অনেকদিন পর বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার সীমিত আকারে ও সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। আশা করছি এই আয়োজনের মাধ্যমে স্থপতি সমাজের মধ্যে যে স্থবিরতা ও দূরত্ব হয়েছে তা অনেকাংশে দূরীভূত হবে। সরকারের সকল নির্দেশনা মান্য করে লক্‌ডাউনের সময়ে অফিস বন্ধ ও অনলাইনে বিভিন্ন সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বাস্থই-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারও তাদের কার্যক্রম সীমিত আকারে চালু করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রতিথযশা স্থপতি ও ব্যক্তিদেরও উপস্থাপনায় সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ ইস্যুও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এই অনুষ্ঠান আয়োজনকে সফল করার জন্য আমি চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার এর চেয়ারম্যান স্থপতি আশিক ইমরান, সম্পাদক স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী সহ ১০ম চ্যাপ্টার কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট এর ২৪তম কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সকল স্পন্সর ও ইন্‌স্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারস্ বাংলাদেশ এর নেতৃবৃন্দকেও আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

চট্টগ্রামের সকল স্থপতির অংশগ্রহণে বাস্থই-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত হবে এমন আশাই ব্যক্ত করছি। সকল ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল।

সবাইকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

স্থপতি ফারুক আহমেদ
ডেপুটি চেয়ারম্যান
১০ম চ্যাপ্টার কমিটি
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট - চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

F O U N
A N N I V E

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (বাস্থই) চট্টগ্রাম চ্যাপটারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে আগামী ১৯ ও ২০শে নভেম্বর ২০২১। পেশাজীবী হিসেবে চট্টগ্রাম এর স্থপতিরা তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর শুধু চট্টগ্রামেই নয়, দেশের অন্যান্য শহরেও নিজেদের স্থাপত্যকর্মের মাধ্যমে রেখে চলেছে। যদিও বিগত প্রায় দুটি বছর COVID-19 আমাদের পেশাকে ও জীবনকে যুগপতভাবে একটি বিষন্নতার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্থপতিরা তাদের প্রানপ্রাচুর্য এবং উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মাথা তুলে দাঁড়তে পারে এবং দাঁড়ছে। আমরা এটাও জানি যে, বিগত দুটি বছর অনেক স্থপতি তাদের জীবন ও জীবিকা ধারনের কষ্ট নিরবে নিভৃতে সয়ে গেছেন।

বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার চট্টগ্রামের স্থপতিদের কারণেই গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান। বাস্থই এর অংশ হিসেবে বাস্থই, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার তার সকল অঙ্গিকার ও অকৃতিম কর্তব্য স্থপতিদের পেশার উৎকর্ষের জন্য উৎসর্গ করে। বিগত বছরের জটিলতার অবসানে যে নতুন দিগন্তের সীমারেখা দেখা যায়, সেই বরাবর চট্টগ্রামের স্থপতিরা সাফল্যের সাথে হেঁটে যাক, বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সেই আশাই রাখি।

D I N G
R S A R Y

IAB
CHATTOGRAM CHAPTER

স্থপতি ফজলে ইমরান চৌধুরী
সম্পাদক
১০ম চ্যাপ্টার কমিটি
বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট - চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

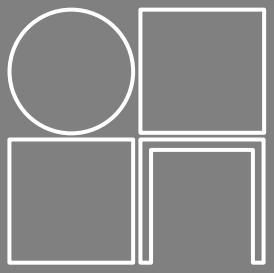
ANNIVERSARY
SPECIAL ISSUE

articles

STHAPATYACHARJO ON HIS 70TH BIRTHDAY CELEBRATION AT CHARUKALA INSTITUTE

STHAPATYACHARJO mazharul islam

Sthapatyacharjo Muzharul Islam, the first formally educated Bangladeshi architect, was born on 25 December, 1923 in the Murshidabad district of West Bengal. After completing his engineering degree from Shibpur Engineering College, West Bengal, he went to USA in 1950 to pursue his undergraduate degree in architecture at the University of Oregon and later did his post-graduation at Yale University, USA in 1961. He also studied tropical architecture at the AA School Architecture, UK in 1956.

Between early 1950s and early 1960s, he served in the then C&B Dept of the Government. His pioneering architectural works of early 1950s are the Charukala Institute, Dhaka University and the Central Public Library (now Dhaka University Central Library). In early 1960s he established his architectural practice "Vastukalabid". As the pioneer of tropical Bengali modernism in the subcontinent, he designed numerous major buildings in the country, Notable among them are Jahangir Nagar University Campus, Chittagong University Campus, BCSIR, NIPA Bhaban, Krishi Bhaban, Five Polytechnic Institutes and so on.

In early 1960s, he was the one who played the key role in bringing his teacher at the Yale University, the world-famous Architect Philosopher Louis I Kahn to design the National Parliament Complex at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka. He was instrumental in bringing Architect Paul Rudolph to design the Mymensingh Agriculture University. He designed the five polytechnic institute projects with his classmate at Yale University, renowned American Architect Stanley Tigerman.

In late 1960s he became the president of the Institute of Architects Pakistan (IAP). Immediately after the independence of Bangladesh, he felt the importance and necessity of a professional body of the architects to assist in planned development and proper rebuilding of the war-torn country. In this regard, he along with the young and dedicated architects of that time, founded the Institute of Architects Bangladesh (IAB) on 25th February, 1972. Sthapatyacharjo Muzharul Islam, Architect S A Zahiruddin, Ar Yeafesh Osman, Architect Shamsul Wares, Architect Rabiul Husain, Ar Alamgir Kabir and Ar Anwarul Islam were the Members of the founding Executive Committee of IAB. Sthapatyacharjo was made the first president of IAB. Soon after, he met the Father of the Nation, Bangobondhu Sheikh Mujibor Rahman regarding how to develop the war-torn country in a planned manner.

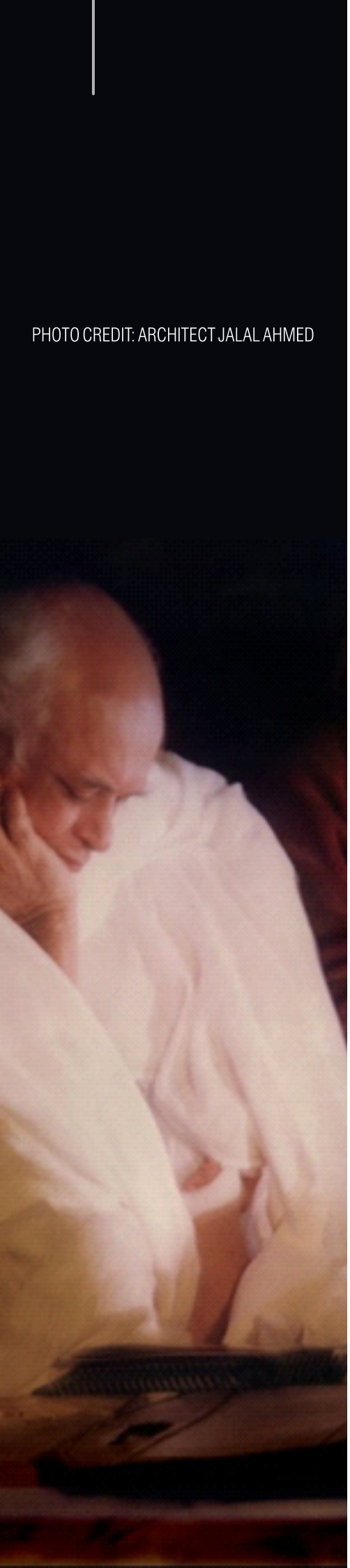

PHOTO CREDIT: ARCHITECT JALAL AHMED

Sthapatyacharjo at the Aga Khan Awards for Architecture Master Jury

In the late 1970s, he was invited as a member of the first Master Jury of the prestigious Aga Khan Awards for Architecture.

His only two major building projects after the independence of Bangladesh are the Joypurhat Limestone Housing Complex and the National Archives and Library at the Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka.

In early 1980s, he along with some leading as well as young architects of that time founded the study group CHETANA. Many renowned international and national architects and scholars from different disciplines used to regularly meet at CHETANA discourses. The names of the founding members of CHETANA which I can recall now are Sthapatyacharjo Muzharul Islam, Ar Rabiul Husain, Ar Shamsul Wares, Architect Film Maker Mashiuddin Shaker, Ar Abdul Mohaimen, Ar Raziul Ahsan Khandakar, Ar Uttam Kumar Saha, Ar Rashidul Hasan, Ar Saif Ul Haque, Ar Kazi Khaleed Ashraf and myself. Eminent personalities like Artist Quamrul Hassan, Artist Rashid Chowdhury, Historians Dr Parween Hassan, Dr Muntasir Mamun, Archeologist Dr Nazimuddin Ahmed and many other used to frequently come at CHETANA discourses.

In late 1990s, CHETANA organized the first ever major exhibition on architecture of Bangladesh titled "Pundronagar to Sher-e-Bangla Nagar" and also published a book on the same title. Later Members of CHETANA played important roles in shaping the architecture of the country.

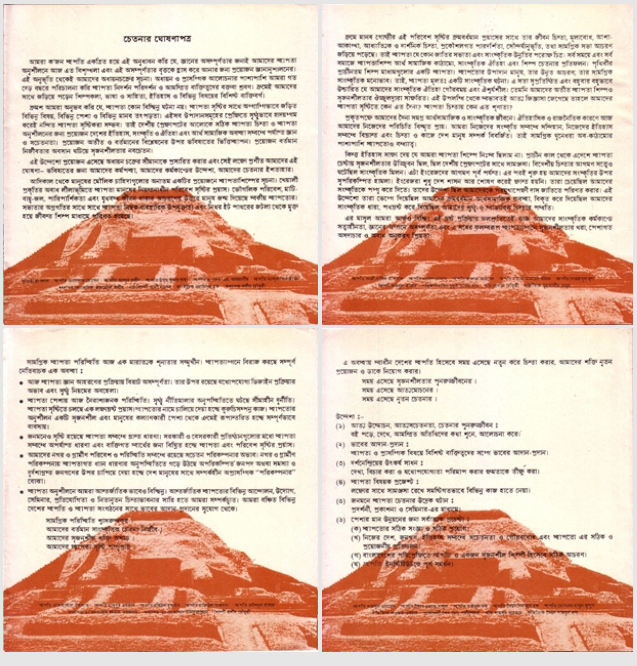

Manifesto of CHETANA

In 1985 he used his influence with Aga Khan Awards for Architecture to have the first major international seminar on architecture titled "Regionalism in Architecture" in Bangladesh, which was hosted by IAB, where many world renowned architects and architectural scholars made their presentations. It was an eye opener event for the architects of the country at that time. During the seminar, he along with regional masters Charles Correa, Raj Rewal, Uttam Jain, Romi Khosla from India, Geoffrey Bawa from Sri Lanka, Kamil Khan Mumtaz from Pakistan decided to have a South Asian forum of architects and named it Regional Architectural Program for South Asia or RAPSA which later became SAARCH.

_(Seminar Proceedings: Regionalism in Architecture, 1985. Image: Courtesy of Bengal Institute)

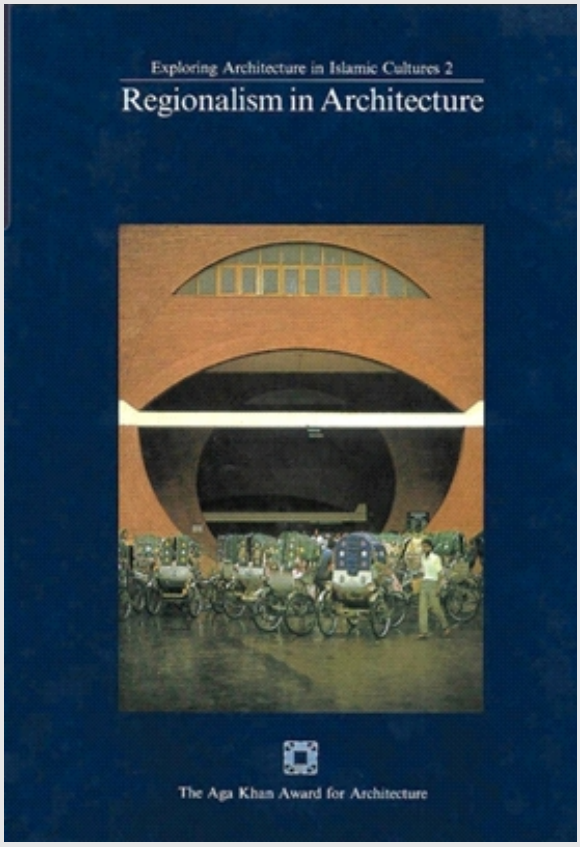

Late Sthapatyacharjo's paternal family hailed from Chattogram and his major works in Chattogram are the masterplasn of Rangamati Township and the Chittagong University Campus and a number of buildings in the campus. IAB Chattogram Chapter can initiate documentation and conservation of his works in the Chattogram region.

_(Master Plan of Chittagong University Campus)

During his lifetime Sthapatyacharjo Muzharul Islam was honored nationally and internationally. He was conferred with the "Shadhinata Dibosh Padak" by the Government of Bangladesh in 1999. He received the first ever "IAB Gold Medal" in 1994 when Ar Rabiul Husain and Ar Shamsul Wares were respectively the President and General Secretary of IAB. Later he was awarded the "Grand Masters Award" by the South Asian Architecture Awards and the "Berger Lifetime Achievement Awards". He also was a Presidium Member of Awami League and was actively involved in setting up of the "Bangabandhu Smriti Jadughar"..

_(Honorable Prime Minister Sheikh Hasina handing over Shadhinata Dibosh Padak to Sthapatyacharjo Muzharul Islam, 1999)

A documentary on Architect Muzharul Islam titled "TINI" was made during his lifetime under the initiative of the then IAB President Ar Mubasshar Hussain which was directed by Architect Filmmaker Enamul Karim Nirjhar.

Another book titled "Muzharul Islam Architect" on him and his major works was co-authored by Ar Prof. Zainab Faruqui Ali and Ar Prof Fuad Hassan Mallick.

After the demise of Sthapatyacharjo (this title was first coined by late Architect Rabiul Hussain), a foundation has been established in his name. Since his demise, a number of major initiatives have been taken by some of the founding members of Muzharul Islam Foundation to commemorate him and his creations. These are briefly described below:

- Based on a series of recorded conversations with the late Sthapatyacharjo during the mid 1990s, Architect Prof. Kazi Khaleed Ashraf edited a book titled "An Architect in Bangladesh: Conversations With Muzharul Islam", where his vision, thinking and philosophy about architecture, planning and overall development of the country is elaborately presented. Those who wants to deeply understand the Sthapatyacharjo, this is an important resource book.

- An archive of his drawings has also been created by Ar Dr Nurur Rahman Khan, which is currently being maintained by University of Asia Pacific (UAP), Dhaka.

- Institute of Architects Bangladesh also named it's library after him as the "Muzharul Islam Smriti Library" in 2013

- Another milestone achievement of 2019 is naming of the majoreast-west road from IDB Bhaban to Election Commission in front of the Institute of Architects Bangladesh (IAB) at Agargaon as the "Sthapatyacharjo Muzharul Islam Sarani" by the Dhaka North City Corporation. This has been possible due to the initiative and constant persuasion by the 23rd Executive Council of IAB with the Honorable Mayor of DNCC.

- Another important initiative of 2019-2020 of IAB is submission of Proposals for World Heritage Tentative List of the Architectural Works of Muzharul Islam and the National Assembly Complex to UNESCO through the Department of Archaeology of the Ministry of the Cultural Affairs of the GOB. This is the first step towards final inclusion of his buildings in the World Heritage List. The 23rd EC gratefully acknowledges the contribution of the following persons in this important initiative.

Ar. Jalal Ahmed, Ar.Ehsan Khan, Ar. Mamnoon Murshed Chowdhury, Ar. Dr.Abu Sayeed M Ahmed, Ar. Dr. Kazi Khaleed Ashraf, Ar.Saif Ul Haque, Ar. Dr. Sharif Shams Imon, Ar. Sujaul Islam Khan, Ar.Muhtadin Iqbal, Ar. Md. Wahiduzzaman Ratul, Ar. Sheikh Itmam Soud and Ar.Mohammad Sazzad Hossain.

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

18 January 2021
04 Magh 1427

Message

I am very happy to know that the Institute of Architects Bangladesh (IAB) is proposing the 'National Assembly Complex, Bangladesh' and 'The Architectural Works of Muzharul Islam' for inclusion in the World Heritage Tentative List of UNESCO through the Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Bangladesh is a country of rich cultural heritage. We are emerging on the world stage as a proud nation showcasing our heritages. The historic Mosque City of Bagerhat, Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur and the Sundarbans have placed our nation on the map of the World Heritage List.

It is a great pleasure to know that we also have many prominent works of modern architecture which are iconic by global standards. It is of immense pride that we can contribute to global culture with such magnificent works of architecture.

I extend my government's full support to this noble effort.

Joi Bangla. Joi Bangabandhu.
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

Message from the Honorable Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina for the IAB Initiative of submitting the Architectural Works of Muzharul Islam and the National Assembly Complex to UNESCO . Photo: Courtesy of IAB

It is a matter of great honor that our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina herself endorsed this initiative of IAB with her introductory message on the document submitted to the UNESCO. Tentative Listing is the first step towards getting the buildings included in the "World Heritage List". It may be may be mentioned that the historic mosque city of Bagerhat of the Sultanate Period and the ruins of the Buddhist Monastery at Paharpur are the only building sites from Bangladesh in the UNESCO World Heritage List. If his works are enlisted in the UNESCO World Heritage List, it will be a big step towards conservation and protection of the buildings designed by the late maestro.

Architect Rafique Muzhar Islam (eldest son of Sthapatyacharjo) and the author in front of the master plan of Jahangirnagar University exhibited at the Swiss Architecture Museum, Basel, Switzerland, 2017.
Photo credit: Architect Jalal Ahmed

- In 2017 his works were exhibited as a special section of the first ever international exhibition on architecture of Bangladesh titled "Bengal Stream: The Vibrant Architecture Scene of Bangladesh" held with the help and support of Bengal Institute and at the initiative of a group of renowned Swiss architects, which was held at the Swiss Architecture Museum in Basel, Switzerland. Eldest son of the Sthapatyacharjo and the Chairperson of the Muzharul Islam Foundation, Architect Rafique Muzhar Islam and a number of renowned architects from Bangladesh were also invited to attend the inauguration of the exhibition. Later this exhibition travelled to France and Germany. There is also a Swiss Architecture Museum publication titled "Bengal Stream: The Vibrant Architecture Scene of Bangladesh" on the exhibited projects.

Besides architecture, from the early 1960s till his death, he played the important role of a socio-cultural and political activist in the country. By heart and soul, he was a true Bengali modernist. His house and the office at 3 Paribag, Dhaka was the epicenter of different socio-cultural as well as political movements. Sthapatyacharjo was happily married to late Begum Hosne Ara Islam, They left behind two sons Rafiq Muzhar Islam, Tanveer Muzhar islam, daughter Dalia Nausheen and many well-wishers.

His building projects need to be made part of the architectural curriculum in the universities of Bangladesh. As architects, we still can learn a lot by studying his life and works.

On 15 July, 2012 Sthapatyacharjo breathed his last at Dhaka and was laid to eternal rest at the Mirpur Shahid Buddhijibi Graveyard.

Architect Jalal Ahmed FIAB FKIA
Immediate Past President, IAB
Vice President (Asia), CAA
Managing Director, J. A. Architects Ltd.

ELEVEN SHIVA TEMPLE

A RUINED PREMISES OF LIGHT & RHYTHM

SAJID BIN DOZA, PHD
Head, Department of Architecture
State University of Bangladesh
Email: sajid@sub.edu.bd

SHORT INTRO

By the bank of Bhairab River, long ago a group of temples was established under a vow of a wretched princess. This group temple was dedicated to lord Shiva by the wish of princess Abhya. The complex is bounded with a series of temples and having a modest scaled courtyard. The courtyard is still witnessing the ambience of the valued architectural statements. The series of individual temples creates a sense of enclosure in front of the identical meadow.

ESTABLISHED : 1745 - 1764

LOCATION : Bhatpara, Avhaynagar, Jessore, Khulna.

STYLISTIC APPRECIATION : Aat chala 18th century Hugli-Bardhaman temple.

TOPOGRAPHY : Flat land, by the river bank of Bhairab River.

FOUNDER : Raja Nilkantha Roy of Chanchra Raj.

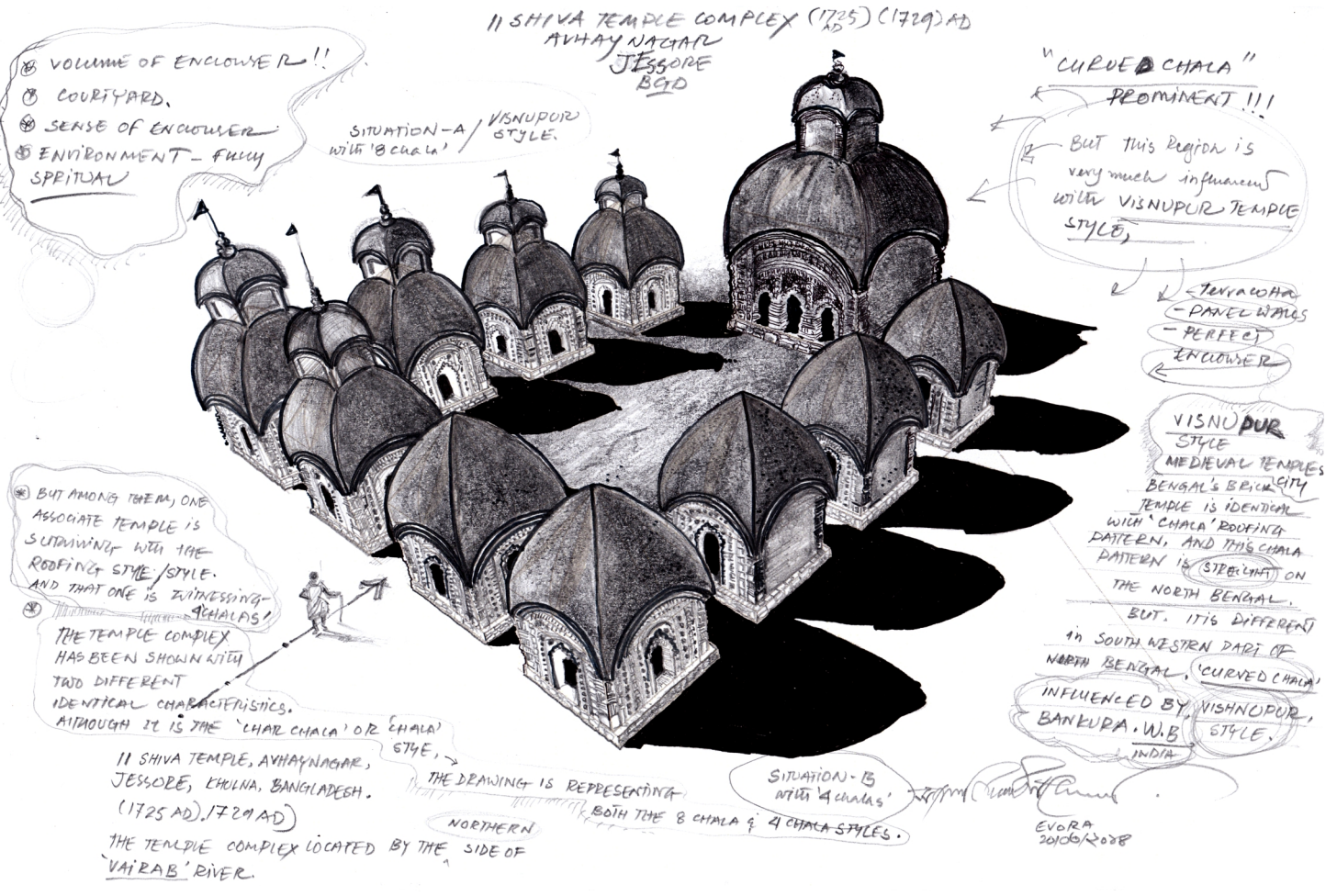

11 SHIVA TEMPLE COMPLEX (1725 AD) (1729) AD
AVHAYNAGAR
JESSORE
BGD
VOLUME OF ENCLOWSER!!
COURTYARD.
SENSE OF ENCLOWSER
ENVIRONMENT - FULLY SPRITUAL
SITUATION-A with '8 chala' / VISNUPUR STYLE.
"CURVED CHALA"
PROMINENT !!!
But this Region is very much influenced with VISNUPUR TEMPLE STYLE,
-Terracotta
-PANEL WALLS
-PERFECT ENCLOWSER
VISNUPUR STYLE
MEDIEVAL TEMPLES CITY
BENGAL'S BRICK TEMPLE IS IDENTICAL WITH 'CHALA' ROOFING PATTERN, AND THIS CHALA PATTERN IS STREIGHT ON THE NORTH BENGAL. BUT. IT'S DIFFERENT in SOUTH WESTRN PART OF NORTH BENGAL, 'CURVED CHALA'
INFLUENCED BY VISHNUPUR, STYLE.
BANKURA. W.B
INDIA
BUT AMONG THEM, ONE ASSOCIATE TEMPLE IS SURVIVING WITH THE ROOFING STYLE/STYLE. AND THAT ONE IS WITNESSING 4 CHALAS!
THE TEMPLE COMPLEX HAS BEEN SHOWN WITH TWO DIFFERENT IDENTICAL CHARACTERISTICS. ALTHOUGH IT IS THE 'CHAR CHALA' OR CHALA STYLE,
THE DRAWING IS REPRESENTING BOTH THE 8 CHALA & 4 CHALA STYLES.
SITUATION-B with '4 chalas'
11 SHIVA TEMPLE, AVHAYNAGAR, JESSORE, KHULNA, BANGLADESH. (1725 AD).1729 AD)
THE TEMPLE COMPLEX LOCATED BY THE NORTHERN SIDE OF 'VAIRAB' RIVER.
EVORA
20106/2018

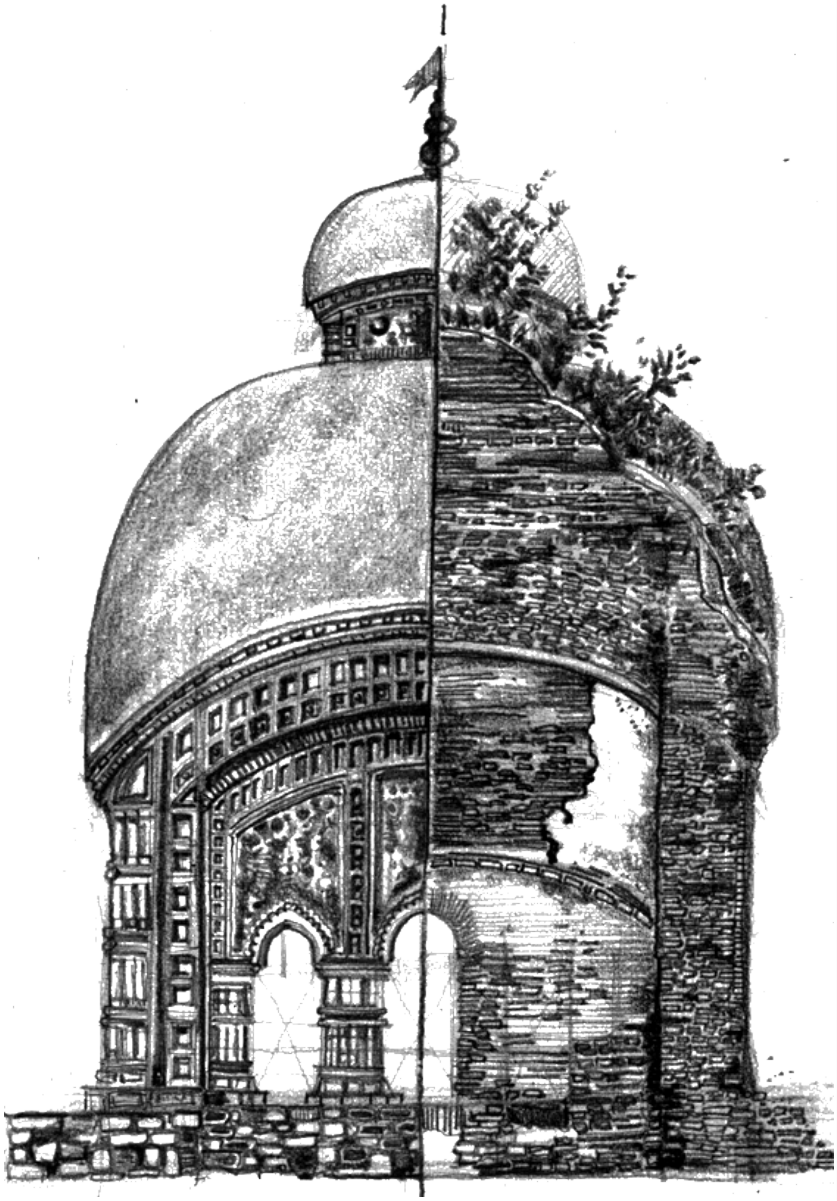

The organizational pattern of this historic site is unique; one mother form is dominant on the middle north of the overall arrangement, and acts as the pendant of a locket. The organization is articulated by the northern temple. With that very note, the ritual environment of the complex used to have hierarchical situations. Eventually, the historic temple complex previously served as the congregational space.

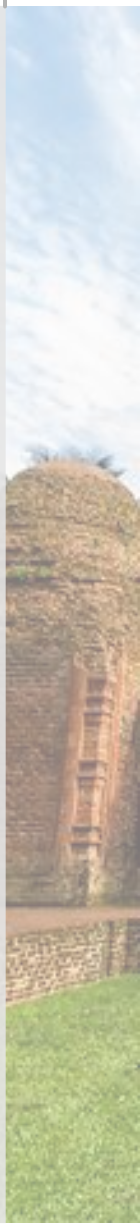

Perhaps the courtyard used to be full of cultural continuity and faded by the course of time. The group temples used to have continuous and linear running plinths for the damp proofing course. The formality at the entrance of the historic complex was informal, pilgrims used to visit the premises with a great hope of good luck.

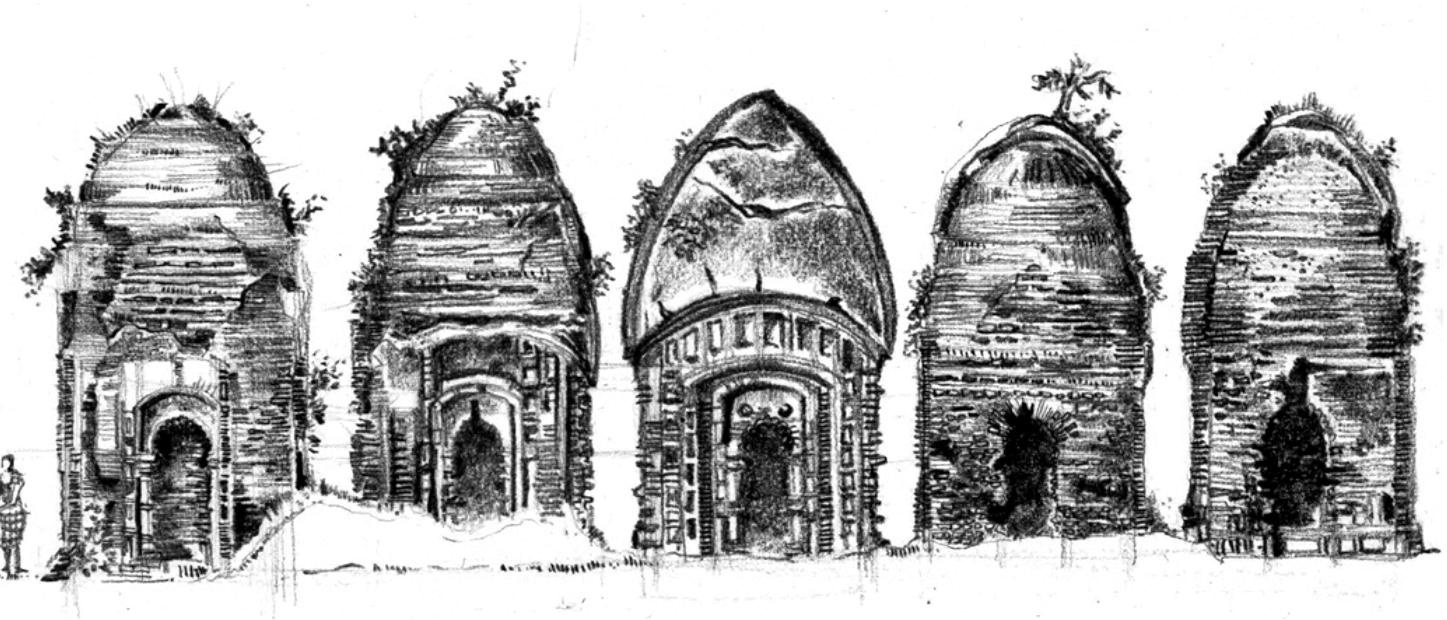

ENVIRONS AT THE PREMISE

The overall texture of the site is embedded with flat paddy land and vast amounts of water. River Bhairab is affluent however, marched with the ruined hinterland. A perfect setting for the ritual activities was generated along the river track long back. The perspective and spatial volume of the complex complement the bright sunshine. Red ting terracotta surface plays light and shadow on the ruins. Seems like, intelligently placed the strategic modules. Lighting priority at the courtyard became the priority by the clear hemisphere of the region. Repetitive morphological arrangements, lighting on it, the shadow pattern here and there comes up with refreshing environs.

This complex perhaps built with foreseeing the spiritual endorsement while mystical journey is for long. Lighting and shadow repetition sincerely represents the presence of spirituality. The serenity is here with the worship situation. However, perhaps the arrangement of the entire form of arts is the main aspect to address. The bigger structure (mother form) always shows the dignity where the others are humble at the situation.

END WORDS

The stylistic appreciation of the temples are with rich vigor of terracotta plaques and thin layers of core burnt bricks' walls that witness the glory of Bengal's brick temple. Attempting the style of Bishnupur temple by establishing the characteristics of the temple are At-Chala with triple entrance and rich terracotta façade which can be found in the 18th century Hugli-Bardhaman temple. The specialty of the temple is that it was built in the local style. It carries evidence of the advanced architecture of Bengal at that time. The holes were made of the vertical type of dome. So the roof was built in two levels and rounded. All the temples match the imprints of local materials, style, and skill.

The impressive Abhaynagar is that a place where a visitor is enchanted by the aesthetic beauty, Mother Nature portrayed here but on the other, the magnificent antiquated architecture, reminds of our glorious past, must make him curious. Once, the 11-Shiva temples were adorned with beautiful terracotta plaques. The temples, in their peaceful natural setting, have lost much of their charm over the course of time due to a lack of attention from the authorities. Having a different setting, the historic complex should have been properly addressed with touristic activities. The department of archaeology has taken the initiative to protect antiquity. Spiritual environs at the premise of 11 shiva temples still exist. It focuses light like the original example which could be one of the best instances in the academic reference.

সজল চৌধুরী
শিক্ষক, স্থপতি ও স্থাপত্য-পরিবেশবিষয়ক গবেষক

শহরে মানসম্পন্ন আবাসনের সংকট

দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে দেশের আবাসন খাতের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে দিন দিন। যদিও করোনা মহামারীর কারণে আবাসন প্রকল্পে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে বিশেষ করে ঢাকা শহরের আবাসন খাতের চাহিদা আরো সম্প্রসারণ হবে অচিরেই। তাছাড়া বর্তমানে শহরগুলোতে মেট্রোরেল থেকে শুরু করে অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের যে প্রকল্প চলমান সেগুলো সম্পন্ন হলে ধারণা করা হচ্ছে নাগরিক জীবনযাপনে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সেক্ষেত্রে এটিও প্রতীয়মান, আবাসন খাতের ওপর এর বিশেষ প্রভাব পড়তে পারে! যেমন ধরা যাক জমির মূল্যবৃদ্ধি পেতে পারে! নির্মাণসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে আবাসন ক্ষেত্রে অ্যাপার্টমেন্টের মূল্য আগের তুলনায় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া নাগরিকদের অন্যান্য জীবন-জীবিকার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সামগ্রিক অর্থে, যার প্রভাব সরাসরি শহরে বসবাসরত বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ওপর আরোপিত হবে। এতে জীবনযাত্রা আরো কষ্টসাধ্য হতে পারে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন ব্যয়ভারের কারণে।

এই নগরকেন্দ্রিক আবাসন খাতের প্রধান উৎস বেসরকারি আবাসন খাত। যদিও বর্তমানে সরকারিভাবে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বিশেষ করে নিম্নবিত্তদের আবাসন খাতের বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ঢাকা শহরের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাস করছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ, যা বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ নগর হিসেবে প্রথম সারিতে অবস্থান করে। নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ শহরে ছুটছে হাজারো মানুষ। সঙ্গে তাদের পরিবারগুলো, যাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবার। আমরা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর আবাসন সমস্যা নিয়ে কথা বলি। বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করি তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য। তাছাড়া একটি শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোর আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে দেশের বিশেষ করে বেসরকারি খাত বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলে, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আর নাগরিকদের উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তারা সাধারণত ভালো জায়গায় বসবাস করতে চায়। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের সরকারি-বেসরকারি খাত যদিও বিভিন্নভাবে তাদের চাহিদা পূরণের

চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এ কথা বলে নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর আবাসন সমস্যা নিয়ে এখনো সেভাবে যুগোপযোগী করে ভাবা হচ্ছে না।

আর মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য কিছু আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠলেও আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে সেটি আসলেই মধ্যবিত্তদের হাতের নাগালের মধ্যে আছে কিনা সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন! আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় বৈকি! স্বল্পমূল্যের আবাসন প্রকল্প নামের যে প্রকল্পগুলো সম্প্রসারণ হচ্ছে দিনকে দিন তা প্রায়োগিক অর্থে আসলেই স্বল্পমূল্যের কিনা তা দেখা প্রয়োজন। এর সাথে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর চাওয়া-পাওয়া আর আর্থিক সামর্থ্যের একটি পারস্পরিকতা রয়েছে। কারণ এ অ্যাপার্টমেন্টগুলোর দাম বাড়ছে দ্রুতগতিতে। উদাহরণ হিসেবে নব্বইয়ের দশকে যেখানে অ্যাপার্টমেন্টগুলোর প্রতি বর্গফুটের দাম ছিল দুই-আড়াই হাজার টাকা, এক দশক পরে সেই দাম বেড়ে যায় ৩-৪ হাজার টাকা পর্যন্ত। বর্তমানে প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি বর্গফুটের দাম প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। কিছু কিছু বিশেষ এলাকার ক্ষেত্রে এর বাজারমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ তার থেকেও বেশি। তাই আমাদের ভাবতে হবে স্বল্পমূল্যের আবাসন প্রকল্পগুলোর ধারণা কেমন হওয়া প্রয়োজন? যেখানে ক্রয়মূল্যের সাথে নাগরিকদের চাওয়া-পাওয়ার একটি সামঞ্জস্য থাকে। কারণ বিশ্বের শহরগুলোতে মধ্যম আয়ের মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, বিশেষ করে ২০০০ সাল থেকে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের জনসংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যার ৩৫-৪৫ শতাংশ। যদিও আমাদের দেশে জনসংখ্যার বিন্যাস এবং তাদের বার্ষিক উপার্জনের পরিমাণ কেমন হতে পারে তার নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। তবে এ কথা বলে নেয়া ভালো, এই মধ্যম আয়ের পরিবারগুলোর সদস্যরা বেশির ভাগ শিক্ষিত-চাকরিজীবী এবং যারা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তাছাড়া যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ক্রমেই বাড়ছে তাই শুধু শহরকেন্দ্রিক চিন্তা করলেই হবে না। গ্রাম কিংবা মফস্বল সব জায়গাতেই কিন্তু আবাসন শিল্পের চাহিদা বাড়ছে। তাই শুধু শহুরে আবাসন প্রকল্পগুলোর রূপরেখা কেমন হবে সে বিষয়গুলোর সাথে গ্রাম কিংবা মফস্বলের আবাসন প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোর বিকাশ কেমন হবে সেগুলো নিয়ে বৃহৎ পরিকল্পনা দরকার। নতুবা একদিন হয়তোবা শহরগুলোর মতো আমাদের গ্রামগুলোও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে। এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই প্রাধান্য দিয়ে বছরব্যাপী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে।

তাছাড়া যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ক্রমেই বাড়ছে তাই শুধু শহরকেন্দ্রিক চিন্তা করলেই হবে না। গ্রাম কিংবা মফস্বল সব জায়গাতেই কিন্তু আবাসন শিল্পের চাহিদা বাড়ছে। তাই শুধু শহুরে আবাসন প্রকল্পগুলোর রূপরেখা কেমন হবে সে বিষয়গুলোর সাথে গ্রাম কিংবা মফস্বলের আবাসন প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোর বিকাশ কেমন হবে সেগুলো নিয়ে বৃহৎ পরিকল্পনা দরকার। নতুবা একদিন হয়তোবা শহরগুলোর মতো আমাদের গ্রামগুলোও বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে। এ বিষয়গুলোকে অবশ্যই প্রাধান্য দিয়ে বছরব্যাপী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে।

আমাদের দেশের আবাসন ব্যবসার বয়স প্রায় অর্ধশত বছরের কাছাকাছি। তবে এ আবাসন শিল্পের বিকাশ দ্রুতগতিতে পরিলক্ষিত হয় ১৯৯৫ সালের পর থেকে। ঢাকার জনসংখ্যার চাপ সামলাতে বেসরকারি আবাসন খাতের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) ১৯৯১ সালে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১১। কিন্তু ২০১৬-এর হিসাব অনুযায়ী রিহ্যাবের সদস্য সংখ্যা ১ হাজার ১৫১। বর্তমানে তা আরো বেড়েছে। তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ১০ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট রিহ্যাব সদস্য কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়। দেশের মোট জিডিপির ১২-১৫ শতাংশ জোগান দেয় এ আবাসন খাত। তাছাড়া বর্তমানে আমাদের দেশের মানুষের উপার্জনের সক্ষমতা বেড়েছে। তবে গবেষণায় উঠে এসেছে, ঢাকা শহরের প্রতি বছর প্রায় ৩০ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিটের চাহিদা রয়েছে, যা বর্তমানে জোগানের তুলনায় দুই-তিন গুণের কাছাকাছি। তাছাড়া শহরে বসবাসরত পরিবারগুলোর মধ্যে একক পরিবারগুলো বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং চাহিদা মোতাবেক জমির বর্ধমান মূল্য এবং অ্যাপার্টমেন্টগুলোর মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার কারণে ফ্ল্যাটের

নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ৬০-৭০ শতাংশ নতুন একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় কিংবা উন্নত পরিবেশে তাদের বসবাসের মাসিক বাসা ভাড়া বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যাকে আমরা বলি 'আনঅ্যাফোর্ডেবল'।

আকার ছোট হয়ে আসছে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে ঢাকা শহরে বসবাসরত পরিবারগুলোর গড় আকার ৪ দশমিক ২। দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্ট বেশি পছন্দ করছে। সেক্ষেত্রে এ পরিবারগুলোর সদস্য হয় চার-পাঁচজন এবং এ পরিবারগুলোর ন্যূনতম একজন সদস্য শহরের কোনো না কোনো চাকরির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া গবেষণায় দেখা যায়, শহরে নাগরিকরা সেসব জায়গায় তাদের আবাসন গড়ে তুলতে চায় কিংবা ক্রয় করতে চায় যেখান থেকে তাদের কর্মক্ষেত্র বিশেষ করে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূরত্ব কম। তাছাড়া মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো শহরকেন্দ্রিক বসবাসের দরুন উচ্চমূল্যের এ অ্যাপার্টমেন্টগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিংবা মাসিক ভাড়া বাবদ তাদের উপার্জনের প্রায় অর্ধেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশি ব্যয় করে। সেক্ষেত্রে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন চাহিদা বিশেষ করে খাবারদাবার, পোশাক কিংবা চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন ইচ্ছাগুলোকে সীমিত করছে, যার প্রভাব পড়ছে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ৬০-৭০ শতাংশ নতুন একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় কিংবা উন্নত পরিবেশে তাদের বসবাসের মাসিক বাসা ভাড়া বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যাকে আমরা বলি 'আনঅ্যাফোর্ডেবল'। সে কারণেই এ পরিবারগুলো তাদের উপার্জনের সাথে সক্ষমতা রেখে ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে একটু কম মূল্যের বাসা ভাড়া বাবদ জীবন যাপন করছে। যেখানে বসবাসের সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ বিশেষ করে যাকে আমরা বলি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তার অভাব অনুধাবিত হচ্ছে দিনকে দিন। এ ঘনবসতিপূর্ণ আবাসন শিল্পগুলো অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে। একদিকে সেখানে বসবাসরত নাগরিকদের স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে সামগ্রিক অর্থে একটি শহরের পরিবেশকেও দূষিত করছে। শহরটি হয়ে উঠছে বসবাসের অযোগ্য।

এখানে উল্লেখ্য, আবাসন খাতগুলো এ ধরনের প্রকল্পগুলোর জন্য বিশেষ করে অ্যাপার্টমেন্টের বর্গফুট কিংবা আকারের দিকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করছে। যেমন একটি অ্যাপার্টমেন্টে কয়টি বেডরুম থাকবে কিংবা কয়টি বারান্দা থাকবে, এ ধরনের বস্তুগত বিষয়গুলোকে। সেখানে খরচের ব্যাপারগুলো মুখ্য হয়ে উঠছে। যে বিষয়টির দিকে আরেকটু নজর দিতে হবে সেটি হচ্ছে এ শহরে বেড়ে ওঠা ঘনবসতিপূর্ণ যে বহুতলবিশিষ্ট আবাসন প্রকল্প রয়েছে, যেখানে হয়তো নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট সন্নিবেশের মাধ্যমে আমরা কম্প্যাক্ট লিভিং তৈরি করতে চাচ্ছি অর্থাৎ অল্প জায়গায় বসবাস করতে চাচ্ছি সেসব আবাসন প্রকল্প কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে জনজীবনে সেদিকে। কারণ অনেকাংশেই দেখা যায়, অল্প জায়গায় বেশি মানুষের বসবাসের জন্য যে ধরনের প্রকল্প গড়ে উঠেছে সেগুলোকে দেখলে অনেক সময় বহুতলবিশিষ্ট বস্তি মনে হতে পারে! আমাদের ভেবে দেখতে হবে ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা। শুধু বসবাসের জায়গা প্রদানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান হবে না, বরং এর সাথে ভবিষ্যতে আরো অনেক ধরনের স্বাস্থ্যগত কিংবা সামাজিক সমস্যাও সংযুক্ত হতে পারে, যা শহরের সামগ্রিক অবকাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে নেতিবাচকভাবে।

যদিও অতি অল্প জায়গায় কীভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস করা যায় এ ধারণা স্থাপত্যের পরিভাষায় নতুন কিছু নয়। এমনকি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এ ধারণার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে যে আবাসন প্রকল্পগুলোকে দেখছি, যা ক্রমবর্ধমান নগরকেন্দ্রিক আবাসনের চাপ কমানোর জন্য চেষ্টা করছে সেখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়! সাময়িকভাবে হয়তোবা এ সুউচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ আবাসন প্রকল্পগুলো বসবাসের সমস্যার সমাধান করতে পারে। হয়তোবা একটু কম খরচে দেশের মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সেগুলো কিনতে পারে। তবে সেখানে বসবাসরত পরিবারগুলোর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তাদের বসবাসের জায়গা কী প্রভাব বিস্তার করছে সেগুলো নিয়ে আরো বেশি গবেষণা প্রয়োজন। কারণ আমরা জানি যে একটি বসবাসের জায়গার সাথে বসবাসকারীর শারীরিক ও মানসিক একটি সম্পর্ক তৈরি হয়।

বিশেষ করে সেই পরিবারের নারী, ছোট ছেলেমেয়ে কিংবা বয়স্কদের ওপর। তাছাড়া আমাদের ঢাকা শহরের মতো ঘনবসতিপূর্ণ একটি জায়গায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সরকারি ও বেসরকারি মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে দেখা গেছে, বিশেষ করে আমাদের ঢাকা শহরে প্রায় অর্ধেকের বেশি নাগরিক কোনো না কোনোভাবে মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে, যার প্রবণতা দিনকে দিন বাড়ছে। এমনকি শহরভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতেও বর্তমানে মানসিক সমস্যার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে বসবাসের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হিসেবে বিভিন্ন গবেষণায় চিহ্নিত। বিশেষ করে এই মহামারীর সময়ে বসবাসের জায়গার সাথে মানুষের যে আন্তঃসম্পর্ক ও স্বাস্থ্যের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে বিষয়টি আমরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই ভবিষ্যৎ আবাসন প্রকল্প নির্মাণে বিষয়টি আলোকপাত ও সমাধানকল্পে বিশেষ আবাসন শিল্প নির্মাণ কোডের ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বিশেষ করে শহরে বসবাসরত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য যাদের সেই আর্থিক সক্ষমতা নেই তাদের বসবাসের জায়গা ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্তন করার। সেক্ষেত্রে বসবাসকারীর দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের দিকগুলোকে গবেষণার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে প্রায়োগিক করতে হবে আবাসন শিল্পে। যেকোনো ধরনের 'পাবলিক হাউজিং'য়ের স্থান নির্ধারণ কিংবা নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক সামগ্রিকতা যেমন বসবাসকারীর আর্থসামাজিক অবস্থা, ধর্ম-বর্ণ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বিবেচনা করতে হবে সুচারুভাবে। এমনকি নির্মিত হয়ে যাওয়া ঘনবসতিপূর্ণ আবাসন প্রকল্পগুলোকে কীভাবে নতুন করে বিন্যাস করা যায় সেগুলো নিয়েও বিশদ ভাবনা জরুরি। এক্ষেত্রে আমরা করোনা পরিস্থিতির আগে ও পরের নাগরিক অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগাতে পারি এবং সমন্বয় করতে পারি বর্তমানে প্রচলিত বিল্ডিং কোডে।

তাছাড়া আমাদের আরো ভাবতে হবে বাসস্থানের শক্তি নিরাপত্তা ও জ্বালানি ব্যবহারের কথা। আবাসন প্রকল্পগুলোকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেখানে শক্তির অপচয় কম হয়। সেটি পুরনো আবাসন প্রকল্প থেকে শুরু করে নবনির্মিত কিংবা ভবিষ্যতে নির্মিতব্য আবাসন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। বিশেষ করে নতুন ও পুরনো আবাসন প্রকল্পগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করে সেগুলোকে একটি নির্দিষ্ট রেটিং সিস্টেমের আওতায় আনা যেতে পারে। এ রেটিং সিস্টেম আবাসন প্রকল্পভেদে ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ছয়তলার অধিক বহুতল ভবনগুলোর জন্য ভিন্নভাবে চিন্তা করা যেতে পারে সেখানকার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা চিন্তা করে। সেই সাথে এনার্জি রেট্রোফিটিংয়ের মাধ্যমে শক্তির অপচয় কমানো যেতে পারে যা বহির্বিশ্বে সমাদৃত। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক শক্তি সংরক্ষণ নীতিমালা এ আবাসন প্রকল্পগুলোর জন্য প্রণয়ন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বসবাসকারী জীবনযাত্রার মান কিংবা গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেই নির্দিষ্ট শক্তি সংরক্ষণ নীতিমালা ভিন্ন ভিন্ন শহরের জন্য প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা আমাদের দেশের জন্য এ মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ কথা প্রতীয়মান যে করোনা-পরবর্তী সময়ে স্থাপত্যচর্চায় বিশেষ করে আবাসন শিল্প বিকাশে বিশেষ একটি পরিবর্তন আসবে। তবে সেই পরিবর্তনটি কীভাবে বর্তমান নাগরিক জীবনযাপনের সাথে সমন্বিত হবে কিংবা অভিযোজিত হবে সেগুলো নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন। কারণ আমাদের মতো জনবহুল একটি দেশের নিজস্ব কিছু প্রেক্ষাপট রয়েছে, যা অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও জটিল। সেখানে নাগরিকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কিংবা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো বসবাসের জায়গার সাথে প্রত্যেকটি ধাপে জড়িত। সেই সঙ্গে রয়েছে নাগরিকদের ভবিষ্যৎ চাহিদার সমন্বয়। আর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আবাসন শিল্পকে অবশ্যই অর্থমূল্যের সাথে এ বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে মানসম্পন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে। আমাদের দেশের স্থাপনা নির্মাণ শিল্পের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যেকোনো ধরনের প্রকল্প বিশেষ করে আবাসিক এলাকায় যে প্রকল্পগুলো হচ্ছে সেগুলো নির্মাণের সময় কোনোভাবেই পরিবেশ দূষণ না হয় সেদিকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও নির্মাণাধীন স্থাপনায় প্রয়োগ করতে হবে। সবশেষে কর্মক্ষেত্রে নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি ও সামগ্রিক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাঙ্গীণভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যা এখনো উপেক্ষিত।

আবাসন প্রকল্পগুলোকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেখানে শক্তির অপচয় কম হয়।

ALTERNATIVE BUILDING MATERIALS & TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE CLIMATE CHANGE ADAPTION IN BANGLADESH

Md. Nafizur Rahman
Senior Research Architect,
Housing and Building Research Institute (HBRI)
& Secretary (Environment & Urbanization) of 24th EC, Institute of Architects Bangladesh (IAB)
email: nafiz@hbri.gov.bd

Md. Nafizur Rahman is working as Senior Research Architect at Housing and Building Research Institute (HBRI). His field of Research is Eco-Housing, Affordable Housing, Green building materials development & Cool Roof. He has served at SREDA as D.D (Energy Audit, Solar). Ar. Nafiz is the lead author of the Building Energy Efficiency and Environment Rating (BEEER) Guideline for Bangladesh. He also worked in the BNBC update program and as a steering committee member. was the coordinator of the IFC-HBRI Green Building Code (EDGE) Project. He is also working with the DoE as an expert member of the environment Clearance Committee. He completes his Graduation in Architecture from the UAP and masters in Renewable Energy Technology at the Institute of Energy, DU, the government awarded Ar. Nafiz as the Best officer in the Power sector in the 2016 National Award. He is currently serving as Secretary (Environment and Urbanization) of 24th EC, Institute of Architects Bangladesh (IAB).

Monjur Parvez
Research Architect,
Housing and Building Research Institute (HBRI)
Email: monjur.parvez@hbri.gov.bd

After receiving Bachelor of Architecture degree from Chittagong University of Engineering and Technology (CUET) in 2016, Monjur started his career in Architecture and Built Environment as an Assistant Architect at SILT Architectural Consultant, where he gained his experience in Energy efficient building and Green Industry design. With more than 5 years of experience under his belt in Sustainable and Energy Efficiency in Architecture, he is currently working as a Research Architect at Housing and Building Research Institute (HBRI), under the Ministry of Housing and Public Works. His research interests focus on Energy Efficiency in Architecture and Urban Open Space Development.

INTRODUCTION

When someone thinks about 'Climate Change Mitigation', brick production reduction is probably not one of the first things that comes to mind. However, when it comes to taking climate action, every bit count – and it turns out that brick sector isn't so little at all. Worldwide, 1.5 billion clay bricks are fired in rudimentary kilns every year, which are responsible for 20 percentage of world's black carbon emissions. About 90% of these happens in China, India, Pakistan, Vietnam and Bangladesh (CCAC, 2020).

In Bangladesh, clay brick production is the largest source of greenhouse gas (GHG) emission, which consumes 2.2 million tons of coal and 1.9 million tons of firewood and emits annually 8.75 million tons of GHG emissions.

Existing data suggests that there are 6,637 brick kilns (as of June 2016, DoE) and approximately double the number are running illegally in Bangladesh. These kilns generate nearly 60% of particulate pollution in Dhaka City alone. According to the study of Climate & Clean Air Coalition (CCAC, 2020) these particulate matter emission is a major component of hazardous air pollution that kills some 7 million people around the world every year. The WHO ranks Dhaka among the 50 out of 3,000 cities with the highest annual mean concentration of PM2.5, which is considered a potent and efficient killer.

In addition to these, Bangladesh is losing over 1.27 billion cubic feet of topsoil each year due to clay brick production. According to the Association of Land Reform and Development (ALRD), Bangladesh is experiencing 1% land loss every year along with aggravated deforestation and depletion of non-renewable fossil resources. Keeping these in mind, Housing and Building Research Institute (HBRI), the custodian organization of Bangladesh National Building Code, has been working intensely to develop Alternative Building Materials which will be a sustainable replacement of clay burnt brick here in Bangladesh. To replace this widely used and conventional product like 'brick', a sustainable replacement will have to be inexpensive, raw material will have to be abundant and the process will have to be environment friendly.

After years of research and development HBRI has come up with several Alternative Building Materials and Technologies which covers all these criteria. Became aware of the situation, Government has decided to phase out the use of clay burnt bricks by 2025 and the first phase of this process has already been started with the use of environment friendly non fired concrete blocks in Government Construction projects.

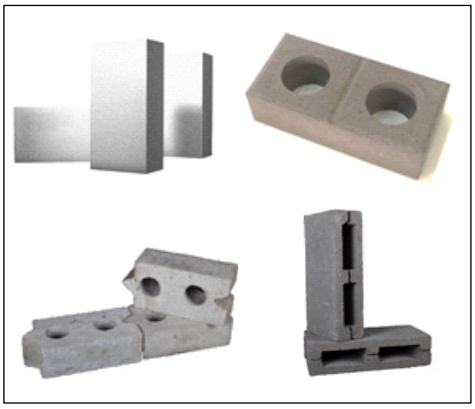

Alternative Environmet Friendly Building Materials Developed by HBRI

Alternative Building Materials

As an alternative to clay burnt bricks, Concrete blocks has been using in Bangladesh as well as many other countries for a long time, but in conventional concrete blocks the amount of coarse sand and cement are high, thus not cost efficient in replacement of bricks. Addressing this issue, HBRI has developed several alternative concrete blocks using 'river dredged sand', Admixture and comparatively low amount of cement. As a Riverine Country, river dredged sands are widely available throughout Bangladesh and very much inexpensive in comparison to the coarse sand like Sylhet sand. Mixing this river dredged sand with Admixture and Cement the blocks are made out of high-pressure compression, hence these blocks are non-fired and environment friendly.

HBRI has developed many alternative materials using this principal: Sand Cement Hollow Block, Sand Cement Solid Block, Non-Fired Solidification Block, CSSB, Interlocking CSSB etc. Along with many other researches HBRI is currently working on the development of Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks which is four times lighter than traditional bricks, Precast building material suitable for producing concrete masonry unit, composed of quartz sand, calcined gypsum, lime, cement and aluminum powder in the context of Bangladesh. Successful development of this block will help us to achieve faster construction, minimum wastage and better thermal insulation and energy efficiency in building industry.

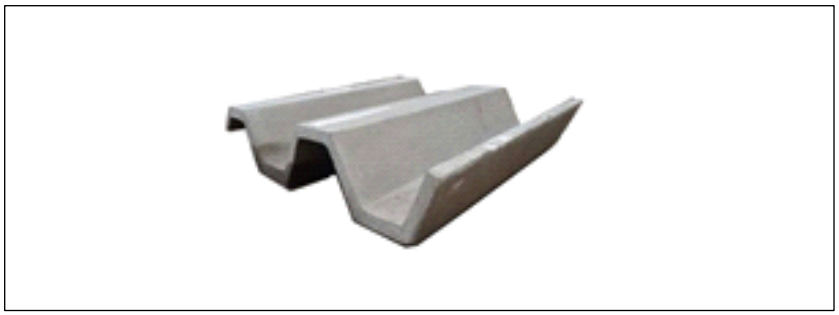

Alternative Building Technology

Along with the traditional building construction method of Bangladesh using local materials, the conventional construction trend usually focuses on the Reinforced Cement Concrete frame structure and use of clay burnt brick as an infill partition wall. This process takes long construction period, huge amount of wastage and labour.

HBRI has been trying to develop and adopt new construction methods to ensure faster and safe construction reducing construction wastage and protection of environment during construction period. From low-cost building construction technologies to emergency shelter, HBRI has been working to provide better solution for different aspects of building industry in Bangladesh. To provide better roofing technology in comparison to conventional corrugated sheets which is widely used in this country, HBRI has improved Ferrocement Folded Plate which is Low Cost, easily replicable in remote areas, environment friendly and durable. Ferrocement U Channel can be used in intermediate floors which is precast and ensure fast construction.

Floating House and earthbag shelter have been developed to provide emergency shelter in flood prone areas and cyclone affected areas to ensure safe shelter during disaster. HBRI is currently working on development of Cyclone resilient housing for the Costal Area of our country to ensure cost effective solutions for the vulnerable community in a joint venture initiative with non-Government organizations.

As a largely diverse country like Bangladesh, where geographical conditionvaries from the landslide risk area to flood prone zone of this country, it's a complex scenario in housing sector.

Bangladesh National Building Code, Policy Development and Skill Development Initiatives

As a custodian organization of Bangladesh National Building Code, HBRI has been working in development of many other national policies relating to Housing and Building Sector of Bangladesh along with National Building Code. Professional Trainings and development of Social Awareness is also a vital role which HBRI has been playing for the Sustainable Development of Bangladesh.

Conclusion

Through the Research, Training and Policy Development, Housing and Building Research Institute (HBRI) has been contributing not only to the development and promotion of Alternative Building Materials, but also to the sustainable Climate Change Adaption for the future of Bangladesh.

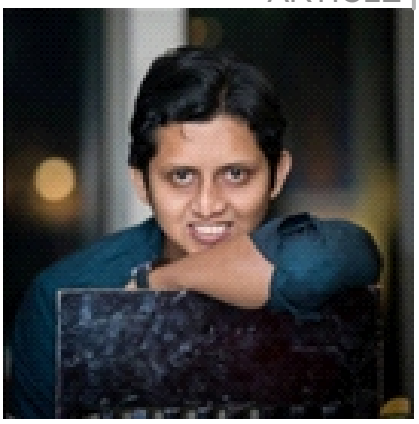

Story Based Photography on Fishery Ghat CTG.
By **SHAIBAL RAKSHIT**

মীন ও মনুর দিনরাত্রি

চট্টগ্রামের ফিশারীঘাট বাংলাদেশের অন্যতম একটি মৎস্য বাণিজ্য কেন্দ্র। এই ফিশারীঘাট স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়কাল থেকে এই ফিশারীঘাটকে ঘিরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক আবহ তৈরী হয়ে এসেছে। বিপুল সংখ্যক মাঝি, জেলে, বরফ ব্যবসায়ী এবং মৎস্য ব্যবসায়ী এই ফিশারীঘাট ও বাজারের ওপর নির্ভরশীল। এই মৎস্য ব্যবসাকে কেন্দ্র করে যে কর্মযজ্ঞ দিনরাত সম্পন্নহয়ে থাকে তা সত্যিই দর্শনীয়। মাছে-ভাতে বাঙ্গালীর মাছের চাহিদা পূরণের নেপথ্যকাহিনী উপলব্ধি করবার মতো। এই কর্মযজ্ঞের পরিসরে দিন-রাত কাজ করে থাকেন জেলে, মাঝি, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং সকল স্তরের ভোক্তারা। দিনরাতের এই মহোৎসবে দিনের আয়োজন দেখা গেলেও রাতের আয়োজন লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। আর সেই আয়োজনটা হলো একদল জেলের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার গল্প। আমি আমার তোলা ছবির মাধ্যমে দিনের গল্পটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি।

ভোরের আলো ফোটার আগে থেকেই কর্মযজ্ঞের সূচনা হয় এই ঘাট এবং বাজারে। মাছ ধরার ট্রলারগুলো গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে আসে মাছ ভর্তি এসব ট্রলার হাত বদল হয়ে যায় মহাজনের কাছে। আর মহাজনই সর্বপ্রথম কর্মযজ্ঞের সূচনা করে। তারপর ব্যবসায়ী এবং ভোক্তারা এই ব্যস্ততায় সামিল হন। জেলের দল ঘাটে আসবার পর তাদের মূল কাজ হয় মহাজনকে সাহায্য করা। মহাজনের কাছে মাছ হস্তান্তরের পর শুরু হয় নিলাম ডাকের পর্ব। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাছের আধিক্য দেখা যায়। তবে জেলেদের মধ্যে কয়েকটি অংশকে দেখা যায় যারা সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের মাছ ধরে থাকে। আর স্তরভাগ করেই মাছ ধরার জালের শ্রেণি বিন্যাস হয়ে থাকে। সাধারণত: এই ঘাটে দুই ধরণের জাল দেখা যায়-(১) ভাসান জাল (২) ডুব জাল।

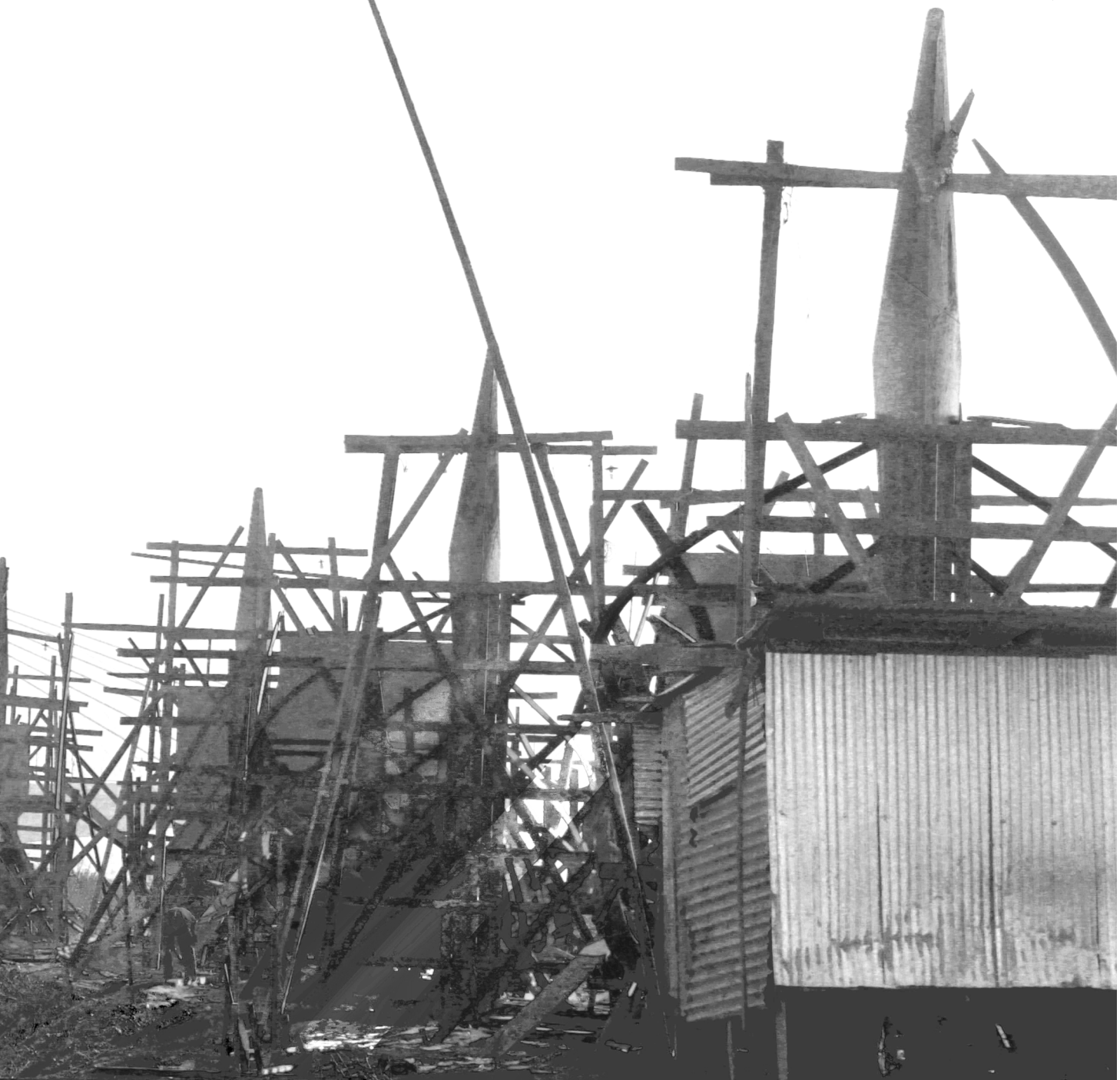

ভাসান জাল সাগরের ওপরের স্তরের মাছ এবং ডুব জাল গভীর জলের মাছ ধরবার কাজে ব্যবহৃত হয়। কয়েক টন জাল নিয়ে এক-একটা ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার যাত্রা শুরু করে। লোকবল হিসেবে একট ট্রলারে সর্বনিম্ন ৮ থেকে ১০ জন এবং সর্বোচ্চ ১৭-২০ জন থাকে। এদের মধ্যে প্রধান হয় মাঝি, তার হাতেই সব ক্ষমতা থাকে। ৩০০ থেকে ৫০০ মন মাছ এক-একটা ট্রলারে ধরা পড়ে। এই শতশত মন মাছই হচ্ছে এই ঘাট ও বাজারের মূল আকর্ষণ। চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গার মাছ ব্যবসায়ীরা এই ঘাটে আসেন এবং বিভিন্ন ট্রলার এবং ঘাটে মাছ কেনাবেচা শুরু হয়। মাছগুলো কেনার পর বাজারজাত করার জন্য মাছগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। যেহেতু এই মাছ প্রক্রিয়াজাত করা হয় নিম্ন তাপমাত্রায় সেহেতু বরফ এখানে অপরিহার্য অংশ। বরফের এইচাহিদাকে কেন্দ্র কওে কিছু বরফকল এই ফিশারীঘাটের আশেপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে। মাছ বাজারে মাছের চাহিদার সাথে সাথে বরফের চাহিদাও ওঠানামা করে। সাধারণ মওসুমে একটি বরফের বার (টুকরো) এর দাম হয় ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা। কিন্তু ইলিশের মওসুমে এর দাম হয়ে দাঁড়ায় ৪০০ থেকে ৫০০ টাকায়।

বাজারে মাছের সরবরাহ যত বেশি হয় বরফের দাম ততো বেশি থাকে। এই বাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বরফ কিনে নিজেরাই প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রক্রিয়াজাত করবার জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দোকানের ওপর নির্ভরশীল। এই দোকানগুলোতে অধিকাংশ শ্রমিকই হচ্ছে নারী ও শিশু। মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের পর এই মাছ দূর-দুরান্তে পাঠানোর জন্য দুরপাল্লার হিমায়িত গাড়ী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ফিশারীঘাটের পাশেই একটি হিমাগার আছে।

অনেক ব্যবসায়ী এই হিমাগারে মাছ সংরক্ষণ করে থাকে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাছ এই ফিশারীঘাট থেকে পাইকারীভাবে কেনা হয়ে থাকে। এছাড়াও স্থানীয় অধিকাংশ বাজারের মাছের যোগানদাতাও এই ফিশারীঘাট ও বাজার। ট্রলার গুলো খালি হওয়ার পর মাঝিরা পরবর্তী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। পুরোনো ক্ষতিগ্রস্থ জালগুলো মেরামত করে প্রস্তুত হয় আবার।

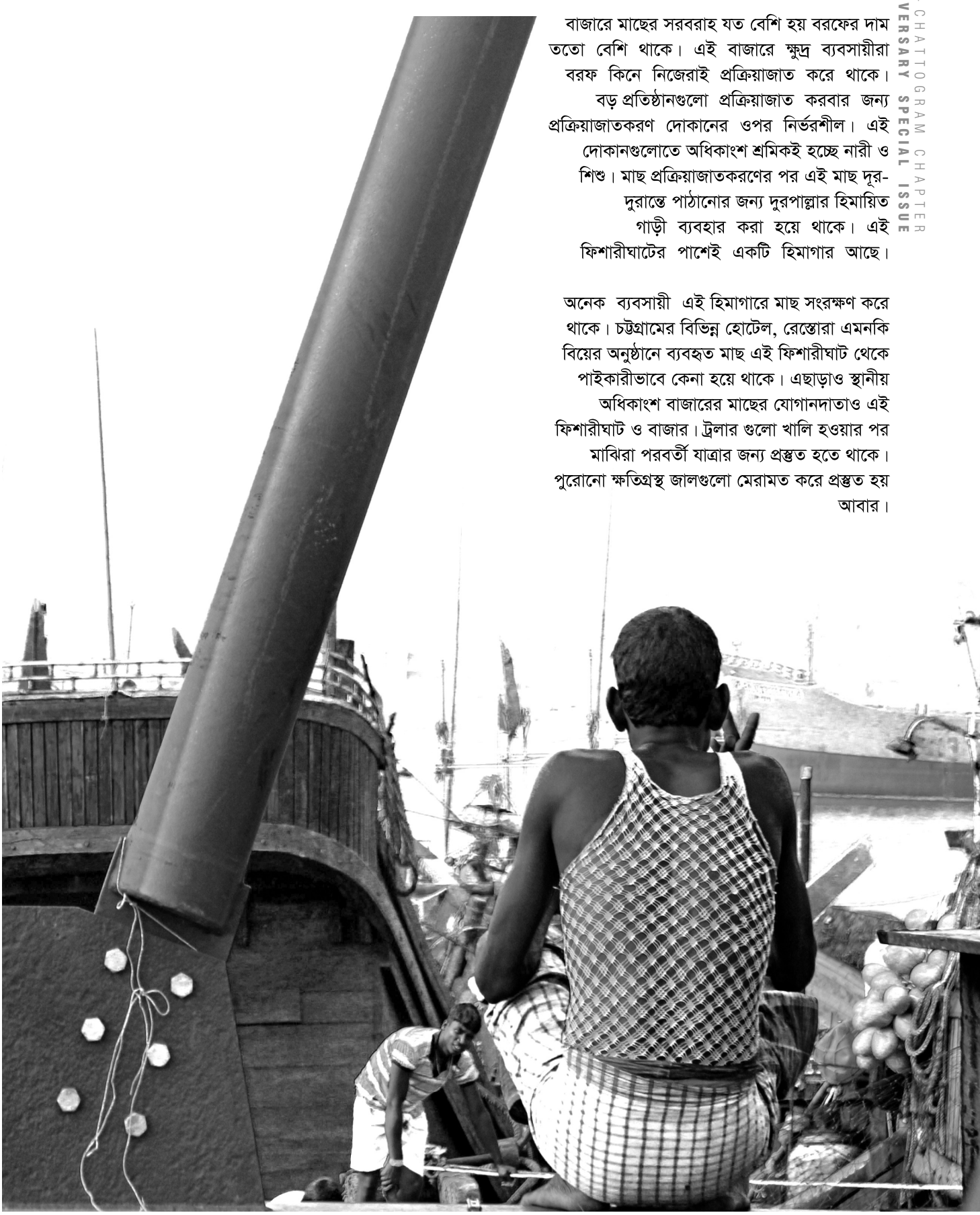

> “অসংখ্য মানুষের চাওয়া-পাওয়ার স্থান এই ফিশারীঘাট। অসংখ্য মানুষের জীবনযুদ্ধের কাহিনী রচিত হয় এই ফিশারীঘাটকে ঘিরে”

মাছে-ভাতে বাঙ্গালীর মাছ ব্যবসার চাঞ্চল্য তুলে ধরাই ছিলো আমার তোলা ছবিগুলোর মূল উদ্দেশ্য। আর এই অসাধারণ ফিশারীঘাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এখানকার নদী তীরবর্তী নগরায়ন ও বাণিজ্য সংস্কৃতি। এই এলাকার নিম্নবিত্ত হতে শুরু করে ধনী শ্রেণির প্রাণ স্পন্দন হচ্ছে এই ফিশারীঘাট ও তার মাছ এবং এর বিস্তৃত নদীর অপর পাড় পর্যন্ত লাভ করেছে। আর বেছে নেয়া হয়েছে বিশদ অঞ্চল। তাই একদিকে কালের সাক্ষীকে সংরক্ষণ এবং অপর দিকে নতুন দিগন্তের সূচনা এই দুইয়ের মিলনস্থল এই ফিশারীঘাট। আর ছবিগুলোর মাধ্যমে এই অনন্য জায়গাটিকে তুলে ধরাই ছিল আমার প্রয়াস।

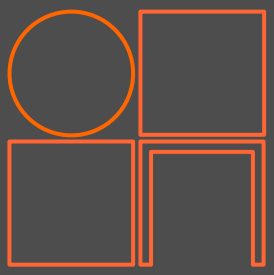

ANNIVERSARY
SPECIAL ISSUE

photo album

Founding Anniversary Celebration 2019

বাস্থই-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান ২০১৯

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই), চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং শনিবার চট্টগ্রাম ক্লাব মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়।

বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান স্থপতি নাজমুল লাতিফ এর সভাপতিত্বে এবং স্থপতি বিজয় এস. তালুকদার এর সঞ্চালনায় "আর্কিটেকচার ইজ দ্যা লাইফ উই লিভ এন্ড ওয়ান্ট টু লিভ" শিরোনামে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন আগা খান স্থাপত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত দেশ বরেণ্য স্থপতি সাইফ উল হক।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই) এর সম্মানিত সভাপতি স্থপতি জালাল আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আগা খান স্থাপত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত স্থপতি সাইফ উল হক।

সন্ধ্যায় বিভিন্ন স্থপতিদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই)-এর নির্বাহী পরিষদ ও বাস্থই-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থপতি সোহেল এম. শাকুর, স্থপতি মো: শাহীনুল ইসলাম খান, স্থপতি নাজমা সুরাইয়া খান, স্থপতি আশিক ইমরান বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাস্থই চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সম্পাদক স্থপতি ফারুক আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (বাস্থই)-এর নির্বাহী পরিষদ ও বাস্থই-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার কমিটির সদস্যবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থপতি এবং স্থাপত্য ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

INAUGURATION
FOUNDING ANNIVERSARY CELEBRATION-2019
IAB - CHATTOGRAM CHAPTER

ANNIVERSARY
CHIEF GUEST : AR. JALAL AHMED
PRESIDENT, INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
SPECIAL GUEST &
KEY NOTE SPEAKER : AR. SAIF UL HAQUE
PRINCIPAL, SAIF UL HAQUE STHAPATI (SHS)
PRESIDED BY : AR. NAJM-UL LATIF
CHAIRMAN, IAB, CHATTOGRAM CHAPTER
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CHATTOGRAM CHAPTER

CHIEF GUEST : AR. JALAL AHMED
PRESIDENT, INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
SPECIAL GUEST &
KEY NOTE SPEAKER : AR. SAIF UL HAQUE

FOUNDING
ANNIVERSARY
CHIEF GUEST : AR. JALAL AHMED
PRESIDENT, INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
SPECIAL GUEST &
KEY NOTE SPEAKER : AR. SAIF UL HAQUE
PRESIDED BY : AR. NAJM-UL LATIF
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH

HONORABLE CHIEF GUEST

ARCHITECT'S SPEECH

AR. JALAL AHAMED

AR. BIDHAN CHANDRA BARUA

AR. SOHAIL M SHAKOR

AR. NAJMA SURAIYA

HONORABLE INVITED GUEST

A KHAN

AR. MD SHAHINUL ISLAM KHAN

AR. NAJM-UL LATIF (SUHAYL)

AR. ASHIQ IMRAN

PARTICIPANTS OF THE SEASONS

PRESIDED BY
: AR. NAJM-UL LATIF
INSTITUTE OF
ARCHITECTS
BANGLADESH

SEMINAR

CULTURAL EVE

SEMINAR PRESENTED BY
AR . SAIF UL HAQUE

NTS

MUSICAL & DANCING PROGRAM
OF THE FOUNDING ANNIVERSARY CELEBRATION-2019

SPECIAL THANKS TO

PLATINUM SPONSOR

AKIJ CERAMICS
Promise of Perfection

RAK CERAMICS

Elite Paint

GOLD SPONSOR

MIRPUR CERAMICS
FOR A LIFETIME INVESTMENT

KHADIM CERAMICS
BUILDING A BETTER BANGLADESH

asianpaints

কনফিডেন্সসিমেন্ট | আস্থা রাখুন

PEDROLLO
the spring of life

2021-2022

THE 10TH COMMITTEE OF CHATTOGRAM CHAPTER
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH (IAB)

Chairman: **Ar. Ashiq Imran** (I-044)
Deputy Chairman: **Ar. Faruk Ahmed** (A-095)
Secretary: **Ar. Fazle Imran Chowdhury** (C-035)
Treasurer: **Ar. Bijoy Shankar Talukder** (T-014)
Member (Membership): **Ar. Mohammad Saifur Rashid** (R-109)
Member (Profession): **Ar. Md. Asaduzzaman Chowdhury** (C-40)
Member (Seminar & Education): **Ar. Adar Yusuf** (Y-010)
Member (Heritage & Culture): **Ar. Md. Imran Bin Hussain** (H-196)
Member (Publication): **Ar. Md. Mainul Hassan Tuheen** (H-228)

NOT THIS MUCH
BUT IT'S REALLY BIG!

60X120 CM TILES

12 MM THICKNESS | HIGH-GLOSS FINISH

Hotline: 08000016609 www.akijceramics.net /akijceramics

AKIJ CERAMICS
Promise of Perfection

RAKCERAMICS.COM

SERVING IN 150 COUNTRIES

RAK CERAMICS

১ দিনে ঘর রঙিন*

www.elitepaint.com.bd/super-application

Visit & Book your Service

* Conditions Applied

AWARDED Superbrands BANGLADESH'S CHOICE 2020-21

ELITE SUPER APPLICATION
ONE DAY PAINTING SERVICE

09666733733
01955310312

রং এর রাজা Elite Paint

Platinum Sponsor

KHADIM'S
ROOF TILE

Putting a roof over
Chittagong!

AT
BANGLADESH
NAVAL ACADEMY

Since 1958
MIRPUR CERAMICS
FOR A LIFETIME INVESTMENT

Since 1995
KHADIM CERAMICS
BUILDING A BETTER BANGLADESH

Call for queries: +8801730 010 555, +880 1730 010 566 For more info visit: mirpurceramic.com | khadimceramic.com

Gold Sponsor

Gold Sponsor

সর্বোচ্চমানের সিমেন্টে দরকার
A গ্রেড ক্লিংকার

সর্বোচ্চমানের সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন A গ্রেড ক্লিংকার। সিমেন্ট উৎপাদনে শুধুমাত্র কনফিডেন্স সিমেন্টই ব্যবহার করছে A গ্রেড ক্লিংকার। যা আপনাকে দিচ্ছে সর্বোচ্চমানের সিমেন্টের নিশ্চয়তা।

কনফিডেন্সসিমেন্ট | আস্থা রাখুন

কনফিডেন্স হাইটস, প্লট-১, লেইন-১, রোড-২, ব্লক-এল
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, আগ্রাবাদ এক্সেস রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৭১১৪৭১-৩, ৭২৮৩০৪, ২৫১০৩৮৬, ০১৭৩০-৩১০০৯২

PEDROLLO
the spring of life

DG PED

AUTOMATIC PRESSURISATION SYSTEM WITH INVERTER

Clean water
Domestic use
Civil use

16308
Call Center
9:00AM - 9:00PM

MAIN FEATURES

ALL IN ONE

Main components:
Multistage self-priming pump
Expansion vessel
Non-return valve
Intuitive control panel

LOW-NOISE

CONSTANT PRESSURE

EASY TO USE

COMPACT DIMENSIONS

INSTALLABLE ANYWHERE

Thanks to its compactness and low noise level the DG PED can be installed anywhere

DOMESTIC USE

A single DG PED meets the requirements of single apartments or small houses.

RESIDENTIAL USE

Two DG PED assembled as a set meet the requirements of more than one apartment.

www.pedrollo.com.bd www.pnlholdings.com pedrollonkltd

Gold Sponsor

In association with:

Union International Des Architects

CAA
Commonwealth Association of Architects

arcasia
Architects Regional Council of Asia

SAARCH
SAARC Association of Architects

বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট
INSTITUTE OF ARCHITECTS BANGLADESH
CHATTOGRAM CHAPTER

Flat: A5 (4th floor), 12/B, SS Khaled Road,
Chattogram, Bangladesh.
Telephone: +8802333354411
Email: iabctg4000@gmail.com
Website: www.iab.com.bd
Facebook: www.facebook.com/iabctg